দৈনিক

26 JUL 2009

৮ ... ৭

স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে

কিছুদিন যাবৎ ঘরে ঘরে জ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়াছে। ভাইরাল জ্বরই বেশি। তবে ডেঙ্গু এবং টাইফয়েডও একেবারে কম নহে। স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীরাই এই জ্বরের শিকার হইতেছে বেশি। এখন রাজধানীর স্কুল-কলেজে ক্লাস পরীক্ষা, দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু হইবে।

ঢাকা শহরের পরিবেশ, প্রতিবেশ নানা কারণে শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হইয়া দেখা দিয়াছে। পরিবেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হইলে, খাবার পানি বিশুদ্ধ হইলে ভাইরাল ফিভার কিংবা পানিবাহিত টাইফয়েড-প্যারাটাইফয়েড বা মশকবাহিত ডেঙ্গু জ্বর ছড়াইয়া পড়ার সম্ভাবনা কমিয়া যাইত। কিন্তু দিন দিন ঢাকা শহর এমন বস্তিরূপ ধারণ করিতেছে যে, এখানে বসবাসরত জনসমষ্টির জীবন ধারণ ও জীবনযাপন বিপজ্জনক হইয়া পড়িতেছে। সংবাদপত্রের পাতায় জ্বর হইলে কি করিতে হইবে উহার পরামর্শ দেওয়া হইতেছে। ভাইরাল জ্বর অসহ্য হইলেও তেমন বিপজ্জনক নহে। যদিও জ্বরের মাত্রা অতিরিক্ত হইলে অনেক সময় ভাইরাল জ্বরও বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে বৈকি! কিন্তু ডেঙ্গু কিংবা টাইফয়েড-প্যারাটাইফয়েড হইলে ভোগান্তি যে বহুদূর গড়াইয়া থাকে উহা কেবলমাত্র ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

ঢাকা মহানগরীর স্কুলগুলিতে শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে। প্রতিটি ভালো স্কুলের বিপুল অংকের ফান্ড রহিয়াছে। কিন্তু সেই ফান্ড শিক্ষার্থীদের কল্যাণে ব্যয় করার ইচ্ছা এবং পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। অবশ্য কোন কোন স্কুল ইতিমধ্যে সীমিত পরিসরে হইলেও এই উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। ইহা স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নয়নে অত্যন্ত সহায়ক হইবে।

আমাদের মত দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিরোধমূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। রোগী, ডাক্তার, হাসপাতাল এবং ক্লিনিকের সংখ্যা এবং তাহাদের মধ্যকার আনুপাতিক ব্যবধান এতই বেশি যে, পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার সামর্থ্য অর্জন করিতে আমাদের অনেক সময় লাগিবে। নামী-দামী ডাক্তারদের চেম্বারেও রোগীদের ভিড় দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। রোগীদের চাপে ডাক্তারদের অনেকেরই ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবন বলিতে কিছুই অবশিষ্ট থাকিতেছে না। চিকিৎসক এবং চিকিৎসার গুণগত মানের প্রশ্ন তুলিয়া লাভ নাই। আমাদের স্বনামধন্য চিকিৎসকদের অনেকেই ক্ষমতায় থাকিয়াছেন কিন্তু চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় কোন মৌলিক পরিবর্তন আনিতে পারেন নাই। হার্টের চিকিৎসা, কিডনীর চিকিৎসা, পঙ্গুত্বের চিকিৎসা এবং মানসিক রোগের চিকিৎসাকে একস্থানে কেন্দ্রীভূত করিবার নজির সম্ভবত একমাত্র বাংলাদেশেই আছে। তদুপরি সাধারণ কোন রোগের চিকিৎসায় শুরুতেই শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া অথবা বিদেশের হাসপাতালে গিয়া চিকিৎসা করানো এদেশেরই সংস্কৃতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এসব ক্ষেত্রে আগামীতে পরিবর্তন আনিতে হইবে। তবে এই মুহূর্তে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার এবং ব্যবস্থাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে।